পুনরায় আকিব সভাপতি, বাবু সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত

মেহেরপুর জেলা ট্রাক, ট্রাক্টর, কাভার্ডভ্যান, ট্রাংকলরি (দাহ পদার্থ ব্যতীত) শ্রমিক ইউনিয়নের ত্রি-বার্ষিক নির্বাচনে পুনরায় এসএম আকিব সভাপতি, হাফিজুল ইসলাম কার্যকরী সভাপতি ও কুতুব উদ্দীন বাবু সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হয়েছেন।

মেহেরপুর জেলা ট্রাক, ট্রাক্টর, কাভার্ডভ্যান, ট্রাংকলরি (দাহ পদার্থ ব্যতীত) শ্রমিক ইউনিয়নের ত্রি-বার্ষিক নির্বাচনের নির্বাচন কমিশনার রাহিনুর জামান পলেন, এমদাদুল হক স্বপন ও আশাদুল ইসলাম এই ফলাফল ঘোষণা করেন।

নির্বাচনে এসএম আকিব মোমবাতি প্রতিকে ৭৩১ ভোট পেয়ে পুনরায় সভাপতি নির্বাচিত হয়েছেন। তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী নিজাবুল ইসলাম রকেট টেলিভিশন প্রতীকে পেয়েছেন ৫৩০ ভোট।

কার্যকরী সভাপতি পদে হাফিজুলে ইসলাম ট্রাক প্রতীকে ৫৯৫ ভোট পেয়ে নির্বাচিত হয়েছেন। তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী বাহাদুর খান ডাব প্রতীকে পেয়েছেন ৪৬০ ভোট।

সহসভাপতি পদে মিয়ারুল ইসলাম খান মই প্রতীকে ৬৭০ ভোট পেয়ে নির্বাচিত হয়েছেন। তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী মাসুদুজ্জামান হরিণ প্রতীকে পেয়েছেন ৩৮৩ ভোট।

কুতুব উদ্দীন বাবু বাঘ প্রতীকে ৭৬৪ ভোট পেয়ে পুনরায় সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হয়েছেন। তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী শাহাজান আলী আনারস প্রতীকে পেয়েছেন ৪৬৫ ভোট।

জাহিদুল ইসলাম জুয়েল মাছ প্রতীকে ৮২৯ ভোট পেয়ে সহ সধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হয়েছেন। তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী সাইদুল রহমান হাতুড়ি প্রতীকে পেয়েছেন ২৩৮ ভোট।

মিয়াজান আলী তালা প্রতীকে ৮১৪ ভোট পেয়ে সাংগাঠনিক সম্পাদক নির্বাচিত হয়েছেন। তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী আক্তারুল ইসলাম তরবারী প্রতীকে পেয়েছেন ২৫৭ ভোট।

শহিদুল ইসলাম সেলাই রেঞ্জ প্রতীকে ৫৪৯ ভোট পেয়ে প্রচার সম্পাদক

নির্বাচিত হয়েছেন।তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী মানিক হোসেন মাইক প্রতীকে পেয়েছেন ৪৫০ ভোট।

আলামিন হোসেন টায়ার প্রতীকে ৭৬৮ ভোট পেয়ে লাইন সম্পাদক নির্বাচিত হয়েছেন। তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী মোটরসাইকেল প্রতীকে পেয়েছেন ৩২৪ ভোট।

কামাল শেখ রিংকু ফুটবল প্রতীকে ৬৮৪ ভোট পেয়ে কোষাধ্যক্ষ নিরবাচিত হয়েছেন। তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী সোহেল রানা চেয়ার প্রতীকে পেয়েছেন ৪২৬ ভোট।

কাবেল আলী দোয়াত কলম প্রতীকে ৫৩২ ভোট পেয়ে কার্যকরী সদস্য নির্বাচিত হয়েছেন। তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী মন্টু আলী আম প্রতীকে পেয়েছেন ৪৫৩ ভোট।

শনিবার সকাল ৮ টায় ভোটদান শুরু হয়েছে বিকাল বিকাল ৫ টা পর্যন্ত ভোট দান চলে।

মোট ১১ টি পদের বিপরীতে ২ টি প্যানেল থেকে ২২ জনসহ মোট ২৩ জন প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছেন। নির্বাচন কমিশনার রাহিনুর জামান পলেন বলেন, উৎসবমুখর পরিবেশে শান্তিপূর্ণ পরিবেশে ভোটগ্রহণ চলছে।এখনও কোনো অপ্রতিকর ঘটনা ঘটেনি। শ্রমিক ইউনিয়নের ভোট হলেও নিরাপত্তার স্বার্থে বাইরে বিপুল সংখ্যক পুলিশ মোতায়েন করা হয়।

উৎসব মুখর পরিবেশে মেহেরপুরে শ্রমিক ইউনিয়নের ত্রি-বার্ষিক নির্বাচন চলছে

ব্যাপক উৎসাহ উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে মেহেরপুর জেলা ট্রাক, ট্রাক্টর, কাভার্ডভ্যান, ট্রাংকলরি (দাহ পদার্থ ব্যতীত) শ্রমিক ইউনিয়নের ত্রি-বার্ষিক নির্বাচন চলছে।

উৎসব মুখর এই নির্বাচনে সংগঠনের ১ হাজার ৬৪৪ জন ভোটার ভোট প্রয়োগ করবেন।

আজ শনিবার (২০ আগষ্ট) সকাল ৮ টায় ভোটদান শুরু হয়েছে। বিকাল বিকাল ৫ টা পর্যন্ত ভোটদান চলবে।

মোট ১১ টি পদের বিপরীতে ২ টি প্যানেল থেকে ২২ জনসহ মোট ২৩ জন প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন।

নির্বাচনে আকিব-শাহজাহান প্যানেলে সভাপতি পদে এস এম আকিব, সাধারণ সম্পাদক পদে শাহজাহান, কার্যকরী সভাপতি বাহাদুর, সহ সভাপতি মাসুদ, সহ সম্পাদক সাইদুল, সাংগঠনিক আক্তার, প্রচার সম্পাদক মানিক, লাইন সম্পাদক তারেক,কোষাধক্ষ্য সোহেল, সদস্য সমসের ও রিপন প্রতিদ্বন্দ্বীতা করেছেন।

অপরদিকে রকেট-বাবু পরিষদে সভাপতি পদে নিজামুল ইসলাম রকেট, সাধারণ সম্পাদক পদে কুতুব উদ্দিন বাবু, কার্যকরী সভাপতি পদে হাফিজুর রহমান, সহ-সভাপতি নুরুল ইসলাম, সহ-সম্পাদক পদে জাহিদুল ইসলাম সাংগঠনিক সম্পাদক মিয়াজান আলী, প্রচার সম্পাদক শহীদুল ইসলাম, লাইন সম্পাদক আল-আমিন হোসেন, কোষাধক্ষ্য কামাল শেখ রিঙ্কু, কার্যকরী সদস্য কাবেল আলী এবং মন্টু।

এদিকে নির্বাহী সদস্য পদের স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসাবে রয়েছেন সুমন হোসেন।

নির্বাচন কমিশনার রাহিনুর জামান পলেন বলেন, উৎসবমুখর পরিবেশে শান্তিপূর্ণ পরিবেশে ভোটগ্রহণ চলছে।এখনও কোনো অপ্রতিকর ঘটনা ঘটেনি। শ্রমিক ইউনিয়নের ভোট হলেও নিরাপত্তার স্বার্থে বাইরে বিপুল সংখ্যক পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে।নির্বাচন সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করার লক্ষ্যে সব ধরনের প্রস্তুতি নেওয়া হয়েছে।

ঝিনাইদহে বইছে নির্বাচনী

হাওয়া, ভোট সেপ্টেম্বরে

ইউপি নির্বাচনের আমেজ কাটতে না কাটতেই ঝিনাইদহ পৌর নির্বাচন নিয়ে আলোচনা। আগামী সেপ্টেম্বরের দ্বিতীয় সপ্তাহের মধ্যেই পৌর নির্বাচন সম্পন্নের প্রস্তুতি গ্রহণে নির্দে দিয়েছেন হাইকোর্ট।

মূলত এরই সূত্র ধরে শুরু হয়েছে নির্বাচনী আলোচনা সমালোচনা। ঝিনাইদহ সদর থেকে শুরু করে প্রত্যন্ত অঞ্চল পর্যন্ত এ আলোচনা সর্বত্রই। বাজারের চায়ের স্টল, হাট, ঘাট, মাঠ সর্বত্রই চলছে নির্বচনী আলোচনা। মোট কথা ৩ জন থেকে ৫ জন ভোটার একত্রিত হলেই শুরু হয়ে যায় নির্বাচনী আলোচনা।

ঝিনাইদহের সর্বসাধারণের সঙ্গে আলাপ করে জানা যায়, প্রার্থীরা ইতোমধ্যে অনেকটাই দৃশ্যমান। প্রার্থীরা এখন বিভিন্ন সামাজিক আচার অনুষ্ঠানে, এলাকার খেলাধুলার অনুষ্ঠানসহ বিভিন্ন অনুষ্ঠানে রাজনৈতিক কর্মতৎপরতার মাধ্যমে জনগণের কাছাকাছি থাকার চেষ্টা করছেন।

ঝিনাইদহ পৌর নির্বাচনে প্রতীক পেয়েছেন মেয়র পদে মনোনয়নপত্র সংগ্রহ করা চার প্রার্থী। নৌকা প্রতীক নিয়ে আওয়ামী লীগের প্রবীণ ও ত্যাগী নেতা আব্দুল খালেক, নারকেলগাছ প্রতীক নিয়ে স্বতন্ত্র প্রার্থী কাইয়ুম শাহরিয়ার জাহেদী ওরফে হিজল, মোবাইল প্রতীক নিয়ে স্বতন্ত্র প্রার্থী মিজানুর রহমান ওরফে মাসুম এবং হাতপাখা নিয়ে ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের প্রার্থী সিরাজুল ইসলাম মেয়র পদে প্রতিদ্বন্দীতা করছেন।

ঝিনাইদহ পৌরসভায় মোট ভোটার ৮২ হাজার ৬৯৫ জন। এর মধ্যে পুরুষ ভোটার ৪০ হাজার ৪৪৬ জন ও নারী ভোটার ৪২ হাজার ২৪৯ জন।

ঝিনাইদহ পৌর নির্বাচনে এখনো পর্যন্ত এগিয়ে রয়েছেন ঝিনাইদহের কৃতিসন্তান বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের একজন প্রবীণ ও ত্যাগী নেতা আব্দুল খালেক। তিনি ১৯৭১ সালে মহান মুক্তিযুদ্ধে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেন।

১৯৭২-১৯৭৩ সালে ঝিনাইদহ সরকারি কেসি কলেজ ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক দায়িত্ব পালনের মধ্য দিয়ে রাজনীতির হাতেখড়ি শুরু। ১৯৭৩-১৯৭৪ সালে জি,এস ঝিনাইদহ কেসি কলেজ ছাত্র সংসদ।

১৯৭৬-১৯৭৮ বাংলাদেশ ছাত্রলীগের আহবায়ক। ১৯৮০ থেকে ১৯৯৫ সাল পর্যন্ত ঝিনাইদহ পৌর আওয়ামীলীগের সাধারণ সম্পদাকের দায়িত্ব পালন করেন। বর্তমানে ঝিনাইদহ জেলা আওয়ামীলীগের সহ-সভাপতির দায়িত্ব পালতে রত আছেন।

দীর্ঘ রাজনীতিতে কোন চাপে বা কোন লোভে বঙ্গবন্ধুর আদর্শ থেকে কখনো বিচ্যুত হয়নি। সাংবাদিকের এক প্রশ্নের জবানে খালেক বলেন, আমাকে নিয়ে অনেক ষড়যন্ত্র করেছিলো কিন্তু আল্লাহ সহায় থাকলে কেউ কোন ক্ষতি করতে পারে না। জনসমর্থন আদায়ে মাঠে রয়েছি। শহরে নৌকার পক্ষে নতুন উদ্যমে শুরু হয়েছে প্রচার প্রচারনা। সফলতা আসবে ইনশাআল্লাহ।

স্বতন্ত্র প্রার্থীর এক সমর্থককে কুপিয়ে হত্যা; পুলিশ বলছে পূর্ব শত্রুতার জের

ঝিনাইদহের শৈলকুপায় উপজেলা পরিষদ নির্বাচনকে ঘিরে স্বতন্ত্র চেয়ারম্যান প্রার্থীর এক সমর্থক কে কুপিয়ে হত্যা করেছে দুর্বৃত্তরা। নিহতের নাম জানিক শেখ, সে সারুটিয়া ইউনিয়নের পুরাতন বাখরবা গ্রামের ইবাদত শেখের ছেলে।

রবিবার ভোর ৪ টার দিকে কুষ্টিয়া জেনারেল হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় সে মারা যায়। গতকাল শনিবার রাত ১০টার দিকে নিজ গ্রাম থেকে তাকে দুর্বৃত্তরা কুপিয়ে মুমুর্ষ অবস্থায় ফেলে যায়। সেখান থেকে স্থানীয়রা তাকে শৈলকুপা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে গেলে রাতেই কুষ্টিয়া মেডিকেলে রেফার করা হয় ।

জানা যায়, শৈলকুপা উপজেলার পুরাতন বাখরবা গ্রামের জানিক শেখ সন্ধ্যার পর বাড়ি থেকে বের হয়। রাত ১০টার দিকে রাস্তার পাশে তাকে কুপিয়ে ও পিটিয়ে ফেলে রেখে যায় দুর্বৃত্তরা। সে কৃষি কাজ করে জীবিকা নির্বাহ করত ।

নিহত জানিক শেখ স্বতন্ত্র আনারস প্রতিকের চেয়ারম্যান প্রার্থী মোস্তফা আরিফ রেজা মন্নুর পক্ষে নিয়মিত প্রচার প্রচারনায় অংশ নিত এবং স্থানীয় আওয়ামী লীগ নেতা জুলফিকার কায়সার টিপুর একজন সক্রিয় কর্মী ও স্বতন্ত্র প্রার্থীর সমর্থক বলে পরিবার জানিয়েছে । নিহতের স্ত্রী স্বপ্না খাতুন জানান, নৌকা প্রতিকের কর্মী- সমর্থকরা তার স্বামী কে নির্মমভাবে কুপিয়ে হত্যা করেছে।

এদিকে শৈলকুপা থানার ওসি আমিনুল ইসলাম জানান, পূর্ব শত্রুতার জেরে এই হত্যাকান্ড ঘটেছে।

নবগঠিত বারাদী ইউনিয়নে ভোট কাল, মুখিয়ে আছে ভোটাররা

মেহেরপুর সদর উপজেলার নবগঠিত বারাদি ইউনিয়ন পরিষদের নির্বাচনে প্রার্থীদের প্রচার-প্রচারণার শেষ। এখন শুধু অপেক্ষার পালা। কে আসছেন জনপ্রতিনিধি। সকলের মাঝে উচ্ছাস বইছে তবে উৎকন্ঠাও আছে। কারন, নির্বাচনের শুরুতেই এখানে ঝরেছে রক্ত।

রাজনগর, জুগিন্দা, হাসনাবাদ, বরশি বাড়িয়া, বারাদি,মোমিনপুর, কলাইডাঙ্গা, পাটকেল পোতা, পাটাপুকা, চাঁদপুর, পুরাতন দরবেশপুর, সিংহাটি, নতুন দরবেশপুর ও শিমুলতলা গ্রাম নিয়ে গঠিত বারাদি ইউনিয়ন।

আর মাত্র কয়েক ঘন্টার অপেক্ষা। প্রথমবারের মতো অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে নবগঠিত বারাদি ইউনিয়নের নির্বাচন। পিরোজপুর ইউনিয়ন কে ভেঙে বাড়াদি ইউনিয়ন করা হয়েছে। স্বাভাবিক কারণে নির্বাচনে নতুন মাত্রা যোগ করেছে।

নবগঠিত বাড়াদি ইউনিয়নে প্রথমবারের মতো নির্বাচন হওয়ায় সাধারণ ভোটারদের মধ্যে উৎসাহ উদ্দীপনা লক্ষ্য করা গেছে।

প্রথমবারের মতো অনুষ্ঠিত বারাদি ইউনিয়নের প্রথম চেয়ারম্যান, মেম্বার এবং সংরক্ষিত মহিলা মেম্বার হওয়ার লক্ষ্যে প্রার্থীরা

উঠে পড়ে লেগেছে।

নবগঠিত বারাদি ইউনিয়নে মোট ভোটার ১৯ হাজার ১৫০ জন। এর মধ্যে পুরুষ ভোটার ৯ হাজার ৬০৪ জন এবং মহিলা ভোটার ৯ হাজার ৫৪৬ জন।

এই ইউনিয়নে চেয়ারম্যান পদে ৬ জন প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন। এরা হলেন আওয়ামী লীগ মনোনীত মোমিনুল ইসলাম(নৌকা), আরমান আলী (ঘোড়া), হাসিবুল হাসান বাবু (চশমা), নুরু উস সাফা (মশাল), নুর ইসলাম (রজনীগন্ধা), সালে আল আজিজ টনিক (আনারস)।

সংরক্ষিত সদস্য পদে ১ নং ওয়ার্ডে পুষ্পরানি (মাইক), সালমা (তালগাছ) , বিউটি (হেলিকপ্টার), শাহিনা (সূর্যমুখী ফুল) ,পারভীনা (বক)। ২ নং ওয়ার্ডে সাগরিকা (বক) , আজমিরা(মাইক) বুলবুলি (কলম), নুরজাহান (তালগাছ), ৩ নং ওয়ার্ডে ফারজানা (বক), শাহনাজ খাতুন (হেলিকপ্টার), খাদিজা আক্তার (মাইক), শামসুন্নাহার (তালগাছ) প্রতীক ভোট করছেন ।

সাধারণ সদস্য পদে ১ নং ওয়ার্ডে মুক্তি (ফুটবল), মোস্তাফিজুর (টিউবওয়েল), খাকছার (বৈদ্যুতিক পাখা), কাসেদ (মোরগ), আসাদুল (তালা, ২ নং ওয়ার্ডে ইমাম-উল-হক (মোরগ), আব্দুস সালাম (তালা), আশরাফুজ্জামান (ভ্যানগাড়ি), মোখলেসুর রহমান (বৈদ্যুতিকপাখা), শফি মীর (ফুটবল), শাহিন আলী (টিউবওয়েল), ৩ নং ওয়ার্ডে রিপন (ক্রিকেটব্যাট), তারিকুল (মোরগ), আকরাম হোসেন (তালা), রবিউজ্জামান বাবু (ফুটবল), শরিফুল ইসলাম (টিউবওয়েল), ৪নং ওয়ার্ডে রিপন (ফুটবল), স্বাধীন (তালা), মুর্শিদকুলি মেঘা (মোরগ), ৫ নং ওয়ার্ডে সাইফুল (বৈদ্যুতিক পাখা), তাহাজ উদ্দিন (মোরগ), বেলাল উদ্দিন (তালা), কামরুজ্জামান (টিউবওয়েল), নজরুল ইসলাম (ফুটবল), ৬ নং ওয়ার্ডে জাহাঙ্গীর (মোরগ), শফিকুর রহমান (তালা),শাকমান মোল্লা(ফুটবল) । ৭ নং ওয়ার্ডে মিজানুর রহমান (বৈদ্যুতিক পাখা) , রফিকুল ইসলাম (ফুটবল) , রেজাউল (টিউবওয়েল) , কামাল (মোরগ), ইয়াদ শেখ (তালা), ৮ নং ওয়ার্ডে সাইদুর (ভ্যান গাড়ি), শফিকুল (তালা), সোহাগ (বৈদ্যুতিকপাখা), জয়নাল (মোরগ), সিদ্দিক আজিজ বাবলু (ঘুড়ি), জাকির হোসেন (ফুটবল), হাফিজুর (টিউবওয়েল), ৯ নং ওয়ার্ডে এমদাদুল (তালা), জাহাঙ্গীর হোসেন (ফুটবল), দেলোয়ার (মোরগ) ও সুলতান আলী (টিউবওয়েল)।

সার্বিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে পুলিশী তল্লাশী অভিযান

নির্বাচনে সার্বিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে মেহেরপুর সদর উপজেলার বিভিন্ন স্থানে ও মেহেরপুর শহরে শুরু হয়েছে পুলিশী তল্লাশী।

আজ রবিবার (৫ জুন) দুপুরে মেহেরপুর সদর থানার ওসি শাহ দারা খানের নেতৃত্বে পুলিশের বিরাট টীম সদর উপজেলার বারাদী বাজার, আমঝুপি বাজার, শহরের কলেজ মোড়, চুলকানির মোড়, ওয়াপদার মোড়সহ বিভিন্ন স্থানে এ তল্লাশী অভিযান চালান পুলিশ।

এসময় সদর থানার তদন্ত অফিসার (ওসি তদন্ত) জুলফিকার আলী, পুলিশের টিএসআই ফেরদৌস হাসানসহ বিভিন্ন পর্যায়ের অফিসারবৃন্দ অংশ নেন। তল্লাশী অভিযান চালানোর সময় বৈধ কাগজপত্র না থাকায় ৫ টি মোটরাসাইকেলের নামে মামলা দেয়া হয়েছে। ট্রাফিক পুলিশের সার্জেন্ট টিএসআই হাসান ফেরদৌস বাদী হয়ে মামলা করেন।

সদর থানার ওসি শাহ দারা খান বলেন, নির্বাচনকে ঘিরে র্নিবাচনী এলাকার আইনশৃংখলা পরিস্থিতি ভাল ও সার্বিক পরিবেশ শান্ত রাখতে মেহেরপুর সদর থানা পুলিশ তল্লাশী অভিযান শুরু করেছে। নির্বাচনী এলাকার সার্বিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে অপরচিতি লোক,মটরসাইকেল, বড় গাড়ি, প্রাইভেট কারসহ সকল ধরনের যানবাহন তল্লাশী করা হয়েছে।

১৫ জুন মেহেরপুর পৌরসভা, আমঝুপি, বারাদী, শ্যামপুর ও পিরোজপুর ইউনিয়ন পরিষদের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে।

মেহেরপুর পৌরসভার নির্বাচন ১৫

জুন (ভিডিও)

মেহেরপুর পৌরসভার নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে আগামী ১৫ জুন।

সোমবার (২৫ এপ্রিল) নির্বাচন কমিশন সচিবালয়ে কমিশনের সভায় এ সিদ্ধান্ত হয়। কমিশন বৈঠক শেষে ইসি সচিব হুমায়ুন কবীর খন্দকার এ তথ্য নিশ্চিত করেন।

তিনি জানান, এক তফশিলে হবে কুমিল্লা সিটি করপোরেশন, মেহেরপুর পৌরসভাসহ ৬টি পৌরসভা ও ১৩৫ টি ইউনিয়ন পরিষদে ভোট। মনোনয়নপত্র দাখিলের শেষ তারিখ ১৭ মে, বাছাই ১৯ মে, আপিল দায়ের ২০, ২১ ও ২২ মে। আপিল নিষ্পত্তি ২৩, ২৪ ও ২৫ মে। এ ছাড়া প্রার্থিতা প্রত্যাহারের শেষ তারিখ ২৫ মে, প্রতীক বরাদ্দ ২৭ মে এবং ভোট গ্রহণ ১৫ জুন।

একসঙ্গে ৬টি পৌরসভা, একটি উপজেলা ও ১৩৫টি ইউনিয়নে একই দিনে ভোট হবে। সবগুলো ভোট ইলেকট্রনিক ভোটিং মেশিনে (ইভিএম) হবে। যে সকল পৌরসভায় নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে সেগুলো হলো, মেহেরপুর পৌরসভা, ঝিনাইদহ পৌরসভা, মকসুদপুর পৌরসভা, গোপালগঞ্জ পৌরসভা, সিলেটের বিয়ানীবাজার পৌরসভা এবং রাঙামাটির বাঘাইছড়ি পৌরসভা। তবে মেহেরপুরের কোন ইউনিয়ন এ তপশিলে আছে কিনা তা এখনো জানা যায়নি।

মেহেরপুর জেলা ট্রাক মালিক গ্রুপের নির্বাচনে মনোনয়নপত্র দাখিল সম্পন্ন

মেহেরপুর জেলা ট্রাক মালিক গ্রুপের দ্বিবার্ষিক নির্বাচন উপলক্ষে মনোনয়নপত্র দাখিল সম্পন্ন হয়েছে।

বৃহস্পতিবার মনোনয়নপত্র জমাদানের শেষ দিনে প্রার্থীরা তাদের মনোনয়নপত্র জমা দেন। ২৭ টি পদের বিপরীতে ২৮ জন প্রার্থী প্রতিদন্দিতার জন্য তাদের মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছেন।নির্বাচনে কেবলমাত্র সভাপতি পদে ২ জন । বাকি পদগুলোতে একজন করে তাদের মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছেন। আগামী ২ ফেব্রুয়ারি মেহেরপুর জেলা ট্রাক মালিক গ্রুপের দ্বি-বার্ষিক নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। ।

এসময় মেহেরপুর জেলা ট্রাক মালিক গ্রুপের নির্বাচন বোর্ডের চেয়ারম্যান আবদুল্লাহ আল-আমিন ধূমকেতু, সদস্য মাহাবুব চান্দু, নুরুল আহমেদ উপস্থিত ছিলেন।

গাংনীতে ইউপি নির্বাচন বিষয়ে পুলিশ সুপারের ব্রিফিং

মেহেরপুরের গাংনীর ৫টি ইউপি নির্বাচনে সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ ভাবে দায়িত্ব পালনের লক্ষ্যে ব্রিফিং করেছে মেহেরপুরের গাংনী থানা পুলিশ। আজ বুধবার বেলা ১১ টার দিকে গাংনী থানা চত্ত্বরে এ ব্রিফিং অনুষ্ঠিত হয়।

মেহেরপুর পুলিশ সুপার রাফিউল আলমের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন গাংনী থানার ওসি বজলুর রহমান। অনুষ্ঠানে আরো বক্তব্য রাখেন অতিরিক্ত পুলিশ সুপার জামিরুল ইসলাম, জেলা আনসার ও ভিডিপি কমান্ডার রাকিবুল ইসলাম।

পুলিশ সুপার সকল সদস্যদেরকে সঠিকভাবে দায়িত্ব পালনের ব্যাপারে সজাগ করেন ও দিক নির্দেনা দেন।

উল্লেখ্য, গাংনী উপজেলার কাথুলি, তেতুঁলবাড়িয়া, সাহারবাটি, বামন্দী ও মটমুড়া ইউপি নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে বৃহষ্পতিবার।

গাংনীতে আবারো সতন্ত্র মেয়র প্রার্থীর প্রচার মাইক ভাংচুর

আবারো সতন্ত্র মেয়র প্রার্থী আশরাফুল ইসলামের প্রচার মাইক ভাংচুরের অভিযোগ উঠেছে। রবিবার বিকালে যুবলীগের নির্বাচনী পথসভা থেকে সতন্ত্র ও বিএনপির প্রার্থীদের প্রতিহত করার ঘোষনার ঘন্টা পার না হতেই প্রচার মাইক ভাংচুরের ঘটনা ঘটেছে।
স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, রোববার বিকেলে গাংনী বাজার রেজাউল চত্বরে যুবলীগের পথসভা থেকে ঘোষনা করা হয় বিএনপি ও সতন্ত্র প্রার্থীদের প্রতিহত করা হবে। পথসভাটি সন্ধ্যার দিকে শেষ হলে এশার আজানের পর শহীদ রেজাউল চত্বরের অপর দিকে এ মাইক ভাংচুরের ঘটনা ঘটে।

প্রচার মাইকের ভ্যান চালক বাশবাড়ীয়া গ্রামের আজিজুল হকের ছেলে মোঃ সেলিম জানান, মেহেরপুর-কুষ্টিয়া সড়কে মেহেরপুরের দিকে যেতে গাংনী বাজারের আমিরুল মার্কেটের সামনে দিয়ে সতন্ত্র প্রার্থী আশরাফুল ইসলামের (জগ) মার্কা প্রতীকের প্রচারনা চলছিল। এসময় কয়েকজন লোক মাইক ভেঙ্গে আমার ব্যবহৃত মোবাইল ফোনটি ছিনিয়ে নেয়।

সতস্ত্র মেয়র প্রার্থী আশরাফুল ইসলাম বলেন, গতকাল শনিবার মাইক ভাংচুর করা হয়। আবারো আজ রোববার এশার আজানের পর গাংনী বাজারে আমার (জগ) মার্কার প্রচারনা চলছিল। এসময় আওয়ামী লীগ মনোনীত প্রার্থী আহম্মেদ আলীর লোকজন আমার প্রচার মাইক ভাংচুর করে। আমি গতকালের ভাংচুরের বিষয়ে লিখিত পাঠিয়েছি বিভিন্ন দপ্তরে। আজকের ঘটনাটিও জেলা নির্বাচন ও রির্টানিং কর্মকর্তার নিকট লিখিত অভিযোগের জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছি।

তবে আওয়ামী লীগ মনোনীত নৌকা প্রতীকের প্রার্থী আহম্মেদ আলী জানান এমন কোন ঘটনা আমার জানা মতে ঘটেনি।

জেলা নির্বাচন কর্মকর্তা ও রির্টানিং কর্মকর্তা আহম্মেদ আলী জানান, শনিবার বিকেলে একটি মাইক ভাংচুরের ঘটনা আমার দপ্তরে লিখিত আকারে জানানো হয়েছে। আজকের কোন ঘটনা আমার নিকট এখন পযর্ন্ত

লিখিতভাবে কেউ জানায়নি।

রোববার বিকেলে যুবলীগ আয়োজিত পথসভায় উপজেলা যুবলীগের সভাপতি মোশারেফ হোসেনের সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক শফি কামাল পলাশের পরিচালনায় প্রধান অতিথি ছিলেন, আওয়ামী লীগ মনোনীত নৌকা মার্কা প্রতীকের প্রার্থী আহম্মেদ আলী। অনুষ্ঠানে প্রধান বক্তা ছিলেন, জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ও উপজেলা চেয়ারম্যান এম এ খালেক। এসময় জেলা কৃষক লীগের সাধারণ সম্পাদক ওয়াসিম সাজ্জাদ লিখন, সাবেক উপজেলা চেয়ারম্যান একেএম শফিকুল আলম, উপজেলা আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক সম্পাদক নজরুল ইসলামসহ বিভিন্ন পর্যায়ের নেতাকর্মি।